সৌরভ।

শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু প্রণীত।



শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র দ্বারা প্রকাশিত।

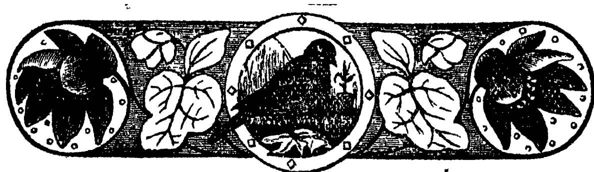
কলিকাতা।

১৩০৬।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

১০৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনবীনচন্দ্র পাল দ্বারা মুদ্রিত

সূচিপত্র



সৌরভ।



আপনার প্রেমহাসি।

কে বলে প্রকৃতি হাসে ভাসি সুধা-কিরণে,
জোছনা উছল ফুল বিলুলিত পবনে?
কেন বা তরুর অঙ্গে,
এলান লতিকা রঙ্গে,
মিশাইছে প্রাণ-হাসি নিঠুর ও জীবনে;
কে দেয় লো ভালবাসা লতিকার পরাণে?

কেন অই চন্দ্র তারা মধুময় গগনে,
নাচিতেছে পুন কেন নির্ঝরিণী জীবনে ?
অই যে ললিত শাখী,
কেমন গাহিলে পাখী,
তর তর নদীকুল বহে যায় উজানে ;
কেন বলি কুল কুল গান গাহে সুতানে ?

কে বলে প্রকৃতি হাসে সুবিমল গগনে,
শারদী কৌমুদী ঊষা কমনীয় কিরণে ?
প্রকৃতি সুষমা-বিধু,
হৃদয়(ই) তো প্রেম শুধু,
হৃদয় জড়ায় কেগো সুষমায় সুতানে ;
কে দিলরে এত হাসি প্রকৃতির পরাণে ?

প্রকৃতির রূপভরা হৃদিহীন জীবনে,
কেন এত ভালবাসা খেলিতেছে গোপনে ?
আপনার প্রেম-হাসি,
এত কিলো ভালবাসি,
তাই কি দেখিতে চাই প্রকৃতির জীবনে,
দিয়ে এত হৃদিরাশি বুঝি ওগো স্বপনে ?

উদাসীর একি মায়া !

হেরি নাই এ জীবনে,
কখনো মূরতি তার ।
কোথায় পড়েনা মনে,
এত খুঁজি অনিবার ।
আজিকার শুধু দেখা,
তবু কি যে মনে হয় ।
কত যে দেখেছি তারে,
মোহের ছলনা নয় ।
যে দেশে থাকে গো সেই,
সে দেশের কিবা নাম ।
জানিনি, শুনিনি কভু,
কোথায় তাহার ধাম ।
এত যে নূতন মাঝে,
কেন পুরাতন ছায়া ।
ভক্তিতে পূরিল হৃদি,
একি মায়া ।

উদাসী গোপনে ডাকি,
বলিল কোমল স্বরে।
সহসা কেন গো বাছা,
বিচলিত আমা হেরে?
মোহে তব স্মৃতি বাঁধা,
কেমনে জানিবে হায়!
বিগত জনমে দোঁহে;—
বলি কোথা চলি যায়।

পাখি ও বালিকার কথোপকথন।

"দেওনা বালিকে একটু খুলে,
পিঁজর দুয়ার একটী বার।
সারা নিশিদিন এত গান গাহি,
তবু কত গান শুনিবি আর?
জানিগো বালিকে আমি যে তোমার
প্রেমের অতিথি; এত ভালবাস।
কত না যতন করিছো নিয়ত,
বুঝিবা আমার মিটেছে আশ!

জানিগো খালিকে সাজাইয়ে দেও,
পিঁজর আমার কত বনফুলে।
তুই যে বালিকে ডাকিলে আমায়,
পিঁজর মাঝারে নাচি দুলে দুলে।
কভু বা ধবল কৌমুদীর রেখা,
প্রবেশে কেনগো আমার পিঁজরে ?
বন্দিনী-হৃদয় কোথায় নাচিবে,
কেনগো দুঃখিনী হা হুতাশ ছাড়ে।”
বলিল বালিকে “বুঝিগো বিহগি,
কেন না ডুবিবে দুঃখের সোপানে।
হেরেছো বিস্মিত ললিত কৌমুদী
স্বচ্ছ সরোবরে কুসুমিত বনে।
নীলিম নবীন নীরদের মালা,
মলয় পবনে মৃদুলগামিনী।
পুলকহৃদয়ে তুমি গো বিহগি,
হয়েছো নিয়ত তাদেরি সঙ্গিনী।
প্রফুল্ল-নলিনী-সুরভি-সলিল,
হরষে তুমিগো করেছো পান।
মোহন ললিত অধীর পঞ্চমে,
শাখীতে বসিয়ে ধরেছো তান।

নীলিম-গগন-জড়িত ভুবন,
ওলো বিহঙ্গিনি পিঁজর তোমার।
এ পোড়া পিঁজরে থাকিবি কেমনে,
তাই তোর হৃদি দুঃখ-পারাবার।"
"তুমি কি বলিছো ও প্রেম নলিন্,
পড়েনা ও সব কিছুই মনে।"
বলিল বিহগী চমকি সহসা,
ঝঙ্কারি মধুর ব্যাকুল তানে।
"তবে কিনা ওগো সুহাসিনী বালা,
এ পোড়া মনেতে এই শুধু পড়ে।
ডালে বসে আছি চন্দ্রমা নিশীথে,
টুপ্ টাপ্ করি বন-ফুল ঝরে।
দেওনা বালিকে একটু খুলে,
পিঁজর দুয়ার একটী বার।
সারা নিশিদিন এত গান গাহি,
তবু কত গান শুনিবি আর?"



মরিলে আসিব ফিরে।



বিন্দু না, মা মরে গেছে,
তাতো মাগো জান তুমি।
বল্‌না মা তবে তুই,
কবে গো মরিবো আমি?
"পোড়ামুখি, ছাই ভস্ম,
কত কি বলিস্‌ তুই।
ও কথা বলেনা বাছা,
কে তোকে ডাকিছে অই।"
দিদি না মা বলেছিল।
মরিলে আসিবে চলে।
দিদিওতো মরে গেল,
সব বুঝি গেল ভুলে।
আমার দিদি গো মা—
কেমনে ভুলিল হায়।
এত স্নেহ ভালবাসা,
মরণ কি ভুলময়।

মরণের দেশে মাগো,
কি আছে বল্‌না মোরে।
মরিলে সকলি যায়,
কেহতো আসেনা ফিরে।
তোদের ও ভালবাসা,
ভুলিতে কি পারা যায়।
দিদিগো মরণ-দেশে
কি করে দেখিবো হায়।
তবে মা মরিলে আমি,
নিমিষে আসিবো ফিরে।
দেখিবো মরণ-দেশ,
কেঁদোনা আমার তরে।
যদি মা সরোজ এসে,
খোঁজে গো আমার তরে,
ও পাড়া গেছেগো বিনি,
একথা বলো মা তারে।





বালিকার কথা।

পুলক মধুর কৌমুদী যামিনী,
জোছনা-মাধুরী-জড়িত বালা ;
জননীর পাশে দুয়ারে বসেছে,
গলেতে নাচিছে যুঁথিকা মালা।
মায়ের মু'পানে তাকায়ে বালিকা,
গাহিছে কত যে মধুর গান ;
শেফালিকা ফুল অদূরে ফুটিছে,
ঝঙ্কারি উঠিছে অলির তান।
জোছনার বুটি আঁধারে ফুটেছে,
দুয়ারের কোণে তমাল-তলে,
হরিণী পুলকে খেলিছে সেথায়,
কত শত খেলা এত যে ঢলে।

সহসা বালিকা চমকি উঠিল,
থেমে গেল তার এত যে গান।
মায়ের শ্রবণে তবুও বাজিছে,
বালার মধুর সঙ্গীত তান।
বলিল বালিকা দেখ মা চাহিয়ে,
ছুটিয়ে হরিণী করিছে খেলা।
যাই মা তবেগো ধরিয়ে আনিগে,
কেনলো খেলিবি রাত্রের বেলা।
বালিকা ডাকিল—অই যে হরিণী
আইল কেমন বালার পাশে!
কোমল করেতে পরশে বালিকা,
হরিণী বিমল সুখেতে ভাসে।
সহসা মায়েরে বলিল বালিকা,
ডাকিনু হরিণী আইল হেথা।
তবে কেন মাগো এত ভালবাসি,
আমার সনেতে বলেনা কথা।



ফিরেতো আসিনা হায়।

শুকতারা ডুবে যায়—
জাগে ঊষা প্রভাবতী।
পূরবে রক্তিম ছায়া,
বিকাশে অরুণ ভাতি।
মধ্যাহ্নে তপন তাপ,
প্রখর উজল হায়।
সাঁজেতে যে দিনমণি,
অস্তাচলে ডুবে যায়।
আবার তেমনি ঊষা,
তেমতি অরুণ-ভাতি।
তেমনি তপন-তাপ,
অস্তাচলে দিনপতি।
দিন আসে, যায় দিন,
ফিরি ফিরি আসে যায়।
আমি আসি, চলি যাই,
ফিরেতো আসিনা হায়।

ব্যথা।

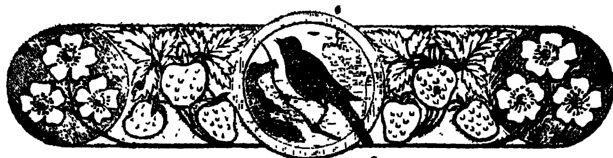
বনে বনে ভ্রমি আর ফুল তোলা হবে না;
না দিলে যে ফুলমালা সেতো কথা কবে না।
ফুলের যে আছে হৃদি,
আগেতো জানিনা দিদি,
তাই আমি নিশিদিন এত ফুল তুলেছি;
ফুলের পরাণে আমি এত ব্যথা দিয়েছি।

প্রকৃতির ছলনায়।

এই তো অরুণ ভাতি,
কমলিনী বিকসিত;
বেলাভূমে চক্রবাক
প্রিয়া সনে যুগলিত।
সহসা নীরদমালা,
সমীরণ ধীরি বহে;
প্রদোষ কালিমা যেন
প্রকৃতির চারু গেহে।

সুমধুর কলধ্বনি,
নীড়ে পাখি উড়ে যায় ;
আরো কি থাকিবে সাঁজ,
যামিনী আসেনা হায় !
তবে একি চক্রবাক,
কেন অই শিহরিল ;
পুলিনে প্রিয়ারে ছাড়ি,
কোথা যেন উড়ি গেল।
প্রকৃতির ছলনায়,
কাঁপিল না কমলিনী ;
কোথায় সাঁজের বেলা,
উঁদিল যে দিনমণি।





বিবাহ।

আপন ভুলিলে,
আমাতে মিলিলে ;
এ কেমন 'ময়ী
তোমারই খেলা।
কর্ত্তব্য জীবন,
অনন্ত মগন ;
সৌন্দর্য্য প্রেমের
পূত যাগ মেলা।

বাঁধিবো গো চুল আমি।

"যাই মাগো তবে যাই
ও পাড়ায় যাই চলি,
কুমু দিদি বলেছে মা,
চুপি চুপি আয় বলি।"

"এমন সাঁজের বেলা
কোথা যেতে নেই বিনি,
কাল যেও গিরি সনে
ঘরে বসে বাঁধ বেণী।"
অই যে মা কি ভেবে মনে
বসিল বালার পাশে,
বাঁধিতে লাগিল চুল,
গগনে চাঁদিমা হাসে।
ভুবনমোহিনী বালা,
রূপে বিশ্ব উজলিল ;
কেন গো বালার মাতা,
একি হায় শিহরিল!
হৃদয়ের কি যে ভাব,
বেঁধে রেখে নিমিষেতে,
এয়োতি অমূল্য রত্ন
খুলিল যে কৌটা হতে।
যতনে সিন্দূর বিন্দু,
শিঁথিতে যে পরাইল,
অপূর্ব্ব মাধুরি এসে
বালিকায় জড়াইল।

হৃদয়ের স্তর হতে
মায়ের নয়ন-জল,
বালার কপোলে পড়ি,
বহে যায় অবিরল।
নিমিষে চমকি উঠি,
অই যে বালিকা হায়,
বাধো বাধো হলো গলা,
কি যেন বলিতে চায়।
"শিঁথিতে সিন্দূর দিতে
কেন গো মা কাঁদ তুমি,
আর না তোমারি কাছে
বাঁধিব গো চুল আমি।"



কাঁদিলনা গিরিবালা।

ধবল বরণ গিরি
মেঘমালা সানুদেশে ;
কনক কিরণ-রাজি
বায়ু সনে যায় ভেসে।
শিখরেতে আছে বসি
অপরূপা সৌদামিনী ;
পর্ব্বত প্রতিভাময়ী
প্রিয়ম্বদা সুকেশিনী।
অদূরে গভর মাঝে
লুকাইল দিনমণি ;
তবু কত গিরিরাজি
শোভে হেম সুবরণী।
প্রেমময়ী গিরিবালা
ভ্রমি নিঝরিণী কূলে ;
তুলিতেছে ফুলরাশি
হরিণীর সনে দুলে।

সহসা হরিণী একি
অতল সে ঝরণায়;
ডুবিল শিখর ভেঙ্গে
শারদীয় জোছনায়।
তিমির গগন হতে
পড়িল তারকা খসি;
ভীষণ প্রপাতে হায়
হেরিল সে বালা বসি।
সৌন্দর্য্যে ভীষণ ছায়া
কাঁদিলনা গিরিবালা;
আঁখি প্রান্তে অশ্রুতবু
কাঁপিল সে ফুলডালা।

কুমুদিনী ও কমলিনী।

আমি কুমুদিনী ফুল ফুটিলো কেমন?
কৌমুদী অমিয় যবে এ হৃদে মগন।
প্রেমময় কমলিনী,
প্রাণপ্রিয় দিনমণি;
তবু ভালবাসে সখি ভ্রমর-গুঞ্জন,
আমি জানিনাকো বিনে চন্দ্রমা কিরণ

শবর যুবতী।

জনপদ ছাড়ি
সুদূর উত্তরে,
নিবিড় গহন
কানন মাঝারে,
সরসীর কূলে
শবর বসতি,
কুটীর বীথিকা, শোভিছে হায়।

অদূরে নীলিম
নীরদ জড়িত,
ধূসর বরণ
শৈল শৃঙ্গরাজি,
বিহঙ্গ নিচয়
সারা নিশি দিন,
ললিত মধুর, গাহিছে তায়।

সারি সারি শোভে
বনষ্পতিরাজি,
প্রসূনে উছল
কত তরুবর,
বিহ্বল লতিকা
কোথা বা দুলিছে,
দ্বিরেফ ঝঙ্কার, আকুল করি।

সুখদ বসন্তে
সুধীরে বহিছে,
দিবস যামিনী
মলয় পবন,
উৎপল, কহ্লার
নীল কমলিনী,
শুভ্র সরোমাঝে, ফুটেছে মরি।

এ হেন নিজনে
কানন মাঝারে,
প্রকৃতির যত
অপূর্ব্ব মাধুরী,
কেনগো এমন

একীভূত হয়ে,
লুকানো রয়েছে, বিচিত্র শোভা।

অরুণ উদয়ে
শবর যুবক,
মৃগ আহরণে
ফিরিতেছে বনে,
নিয়ে ধনু অসি
বিচিত্র বসন,
প্রভাতী কিরণে, উজলে আভা।

সহসা অধীর
শবর যুবক,
নিশিত সায়কে
বিঁধিল হরিণ,
যাতনা মরমে
বিলাপি হরিণ,
বুঝিবা ত্যজিল, পরাণ খানি।

কুটীর প্রাঙ্গণে
শবর যুবক,

যুবতী সমীপে
নিমিষেতে এসে,
বলিল যুবক
এনেছি হরিণ,
যুবতী চমকি; বলিল জানি।
পাশ গাঁথা ছাড়ি
যুবতী রহিল,
অনিমিষে চাহি
যুবকের পানে,
শিহরি উঠিল
হেরিয়ে হরিণ;
ত্যজিছে পরাণ, কাতরে হায়!
কত নিশিদিন
আনিত যুবক,
সায়কে বিঁধিয়ে
কত যে হরিণ,
আজিকে যুবতী
বিচলিত কেন,
ভাবিয়ে যুবক, বিমূঢ় প্রায়।

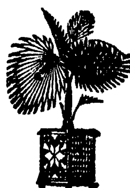
সহসা যুবক
বিচলিত প্রাণে,
বলিল সুহাসি
হয়েছে কি তোর ?
কি বলিবে হায়
দরদর করি,
বহিছে কেবলি, নয়ন-জল।

আকুল পরাণে
যুবতী বলিল,
সাপটি যুবার
দুখানি চরণ,
দাসীর মিনতি
রাখ প্রিয়তম,
আর না বধিও, হরিণ দল !



কেন এ খেলা !

চাহিবে না তবু সলাজ বদনে,
আড়ালে থাকি কেনগো দেখিবে।
সাধিলে একটী বলিবেনা কথা,
আড়িপেতে সব কেন লো শুনিবে।
এত যে ছলনা লুকান ভাব,
কেহ দেখিছেনা তবুও করিবে।
কখনো শেখেনি, বোঝেনা আপনি
কেন এ খেলা কেমন খেলিবে।



পুলিনে প্রিয়া হেরিল।

দুলিছে নীল বনরাজি
অমিয় বহে অনিল ;
জোছনারিধৃত যামিনী
ঝরে নীহার সলিল।
কুলুকুলুবাহিনী কূলে
কুহকী কেলি মধুর ;
তরণী ছুটিছে পুলকে
উজানে ছায়া সুদূর।
কুহকী ছুটি ডুবি ডুবি
তরণী পাশে আইল ;
প্রবাসী চমকি পলক
পুলিনে প্রিয়া হেরিল।
নিঝুমে পাপিয়া গাহিল
উথলে জল অতলে ;
কোথায় যুবক সুচারু
কুহকী প্রেম-কবলে !

তুলিনু ফুল তবু।

শুনিনা কারো কথা
ফিরিনা চাহি কভু ;
থাকিলো এলো চুলে
তুলিনু ফুল তবু।
জানিনা কথা বলা
নীরবে থাকি শুধু ;
নিজনে নদী কূলে
নীলিমে হাসে বিধু।
কে শুধু বলে আমা
তুই যে পাগলিনী ;
জান কি তুমি সখি
বলিনু তবে আমি।
বুঝিনা ভালবাসা
বলেগো ভালবাসি ;
তাহার কথা শুনি
কেন যে এত হাসি।
বিলাপে কত ব্যথা
কেমনে বল্ সখি !
অই যে ফুল ঝরে
ছুজনা আয় দেখি।

কি হলে তেমনি হয়।

স্বামীর চরণ ধরি
অব্যক্ত জড়িত স্বরে ;
বলিছে নবোঢ়া বধূ
কত যে সাহস ভরে।
আর কত চেপে রাখে
কেমনে বালিকা সয়,
অই যে বলিল বালা
কি হলে তেমনি হয়।
হৃদি হতে অশ্রুরাশি
দুনয়নে ব'হে যায় ;
কেমনে থাকিবে বালা
ফুকারি কাঁদিল হায়।



হাসি কান্না।

দুমাসের কচি শিশু,
হাসিছে সুধার হাসি।
অমিয় বদন ভরা,
মায়ের কোলেতে বসি।
কেন এত হাসিভরা,
ঘুমন্ত মুখানি তার।
এত ক্ষুদ্র প্রাণ তবু,
এত হাসি কেন আর।
মায়ের পরাণখানি
হেরিছে সুধার হাসি।
মিটেনা হেরিতে আঁখি
বিমল সুখেতে ভাসি।
সহসা সুহাসি এত,
কোথায় লুকালো হায়।

কেমন কাঁদিল শিশু,
কাঁদাতো থামেনা তায়।
নিমিষে শিশুর মাতা,
কাতরে সোহাগ ভরে।
কেঁদোনা আমার খোকা,
বলিল কাতর স্বরে।
কেহ কিছু বলেনি তো,
বুঝনা কাহার কথা।
তবু কেন কচি প্রাণে
লাগিল এ হেন ব্যথা।
ফুকারি কাঁদিল শিশু,
মানেনা প্রবোধ হায়।
সহসা শিশুর মাতা
কি যেন বলিতে চায়।
কেমন শিশুর মাতা
একেতো নবীনা বধূ।
এসোগো দিদিমা বলে
অই যে ডাকিছে শুধু।
নিমিষে দিদিমা ছুটি,
আইল শিশুর পাশে।

হেরিল কাঁদিছে শিশু,
নিমিষে সুহাসি হাসে।
চমকি বলিছে বালা,
বল্‌না দিদিমা মোর।
ঘুম ঘোরে হাসে কাঁদে,
হয়েছিল কিগো ওর।
দেবতার খেলা সব,
হরষে দিদিমা বলে।
দেবতা হাসালে হাসে,
কাঁদালে কাঁদিয়ে ফেলে।
সহসা বালিকা বলে,
দিদিমা চলিয়া যায়।
আমাদের হাসি কান্না,
তবে ওর নহে হায়।
দাঁড়ানা দিদিমা তবে
খোকা নিয়ে যানা তুই।
আমাদের হাসি কান্না
দেবতা শেখান্‌ অই।

বালিকা চাহিল।

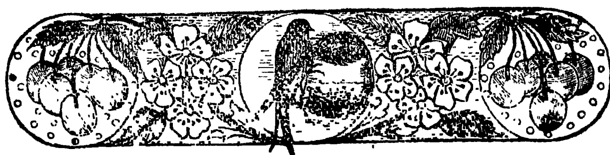
সুনীল আকাশে
সুধীর প্রদোষে
একটী তারকা, বিমল জ্যোতি।
নয়নে পড়িল
বালিকা চাহিল
ফুটিল আরো যে, তারকা ভাতি।
কত যে নিমিষে
তারকা হরষে
ফুটিল নীলিমে, চাহনি শোভা।
নয়ন ভাঙ্গিল,
আর না পারিল,
গুণিতে তারকা, বালিকা বিভা।
কেবলি তারকা,
অনন্ত তারকা,
অনন্তের ভাব, ফুটায়ে দিল।
বিভল পরাণে
মধুর সুতান
কি যেন আবার, জাগাতে ছিল।

চোক গেল।

কে আমা বলিল অই
ডালের আড়ালে বসি,
চোক গেল বিধুমুখী
শ্রবণ মরমে পশি।
ওদিগে তো লতাপাতা
কোথা কিছু তথা নাই,
বিনীওতো চেয়ে আছে
আমি শুধু একা নই!
আবার গাহিল ডালে
শিহরে কেনগো প্রাণ,
বুঝিল বা বিনোদিনী
হায় একি জ্বালাতন!
চোক গেল পাখী তুই
বলিস না আর কভু;
বেশী তো আসিনা হেথা
দুদণ্ডের তরে তবু।
শুনিলিনা মোর কথা
আবার বলিলি তাই;
বিনীও তো আছে হেথা
কেমনে বা চলে যাই।

কেমনে বলে কথা।

বিমল রূপরাশি
বুঝি ও কমল কলি !
আকুল মোহন ভুরু,
শোভিছে যেন অলি।
নিবিড় কেশদাম,
দুলিছে নিতম্ব দেশে ;
শৈবল নলিনে বেঁধে,
কাঁপিছে স্রোতে ভেসে।
কেমন ঊষাবালা
কোমল সৌরভ ভরে,
লুকানো বনদেবী
খুঁজিছে নেচে থরে।
যখন ঊষাময়ী,
সোহাগে পরশে বালা,
চমকি কেবলি চাহে,
দোলে সে ফুলমালা।
কেমনে বলে কথা
নীল আঁখি শুধু টানা ;
কমলিনী চেয়ে থাকে
কথা বলা জানে না।



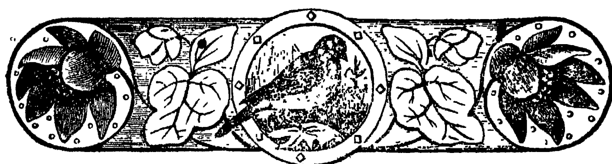
তাপসীর অশ্রুজল !

সমুজ্জল নীলাকাশ,
অৰ্দ্ধশুষ্ক সরোবর ;
ফুটিছে কহ্লার কত
কুমুদিনী মনোহর।
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘস্তর,
জিনিয়ে ধবল ইন্দু ;
গরজি লুকায়ে যায়,
বরষেণা জলবিন্দু।
পঞ্চমে কোকিল-গীতি,
পাপিয়ার সপ্ততান ;
সুখদ শারদী কালে,
হায় একি অবসান।
মলয় পবন সনে
সুশীতল হিম বায় ;

কভু বা বহিছে বেগে
কভু ধীরে বহি যায়।
দূরস্থিত বংশীধ্বনি,
ফুল্ল শেফালিকা-বাস ;
আকুল করেগো প্রাণ,
মেটেনা হৃদয়-আশ।
বিজন কানন মাঝে
শুভ্র সরসীর কূলে,
বিমল কুটীরখানি,
অশোক তরুর মূলে।
নাহি সেথা জনপ্রাণী,
কেবলি হরিণ দল ;
কুটির প্রাঙ্গনে এসে
খেলিতেছে অবিরল।
কুটিরে থাকে গো এক
সুললাম তপস্বিনী ;
বাকলে আবৃত তনু
জটাভার-সুশোভিনী।
প্রভাতে মৃণালখণ্ড,
ফল-মূল-আহরণ,

করিছে তাপসী-বালা
সুহাসি পুলক মন।
কেমন তাপসী বালা
ডাকিয়ে হরিণী দলে ;
খাইছে মৃণাল খণ্ড
হরিণীর সনে মিলে।

সাঁজেতে হরিণী দল,
কাননে চলিয়া যায় ;
সরসীর উপকূলে
শিলাখণ্ড শোভে হায়।
বাসনা-কামনা-হীন
অই যে তাপসীবালা ;
শিলার উপরি বসি,
জপিছে রুদ্রাক্ষমালা।
সুধাময় শরতের
শুভ্র হাসি সুবিমল ;
তাপসী-নয়ন-প্রান্তে
কেন তবে অশ্রুজল ?



ঘুমাইয়ে পড়েছিনু।

নীরব কুটীরখানি
শান্ত তটিনীর কূলে ;
সুচারু তরণী বাঁধা
ঘাটেতে বিটপি-মূলে।

দুয়ারে কদম্ব গাছে
ফুটিয়াছে কত ফুল ;
এযে শুধু বনভূমি
ঝঙ্কারিল অলিকুল।

ধবল বরণ নিশি
দুয়ারে চাঁদের ছায়া ;
তরুতলে পড়ে আছে
বিমল যুবতী কায়া।

ও পাড়ে ডাকিছে যুবা
ভয়েতে জড়িত স্বরে ;
কে দেবেগো তারে সাড়া ?
যুবতী যে ঘুমঘোরে।

আয়না তরণী নিয়ে
ওগো হেমি ওগো লতা ;
নিরাশে ব্যাকুল যুবা
কত যে বলিল কথা।

তটিনীতো ক্ষুদ্র তবু
স্রোত তীব্র বহে যায় ;
সলিল মাঝারে ভাসে
সেই ক্লান্ত যুবা হায়।

যুবার বিলাপ-ধ্বনি
বাজিল ঘুমন্ত প্রাণে ;
হেরিল যে কুস্বপন
গাহে পাখী ক্ষীণ তানে।

কাঁদিয়ে যুবতী জাগে
বাড়িল আরো যে ভয় ;

হেরিয়ে কুটীর গেহ
কেবলি জোছনাময়।

ছুটিল যুবতী ক্ষীণা
আধোভাঙ্গা ঘুমঘোরে ;
এলান লতিকা সম
রজত তটিনী-তীরে।

তরুণীর প্রান্তে বসি
ভাসাইয়ে দিল তরি ;
হেরিল অদূরে কি যে
ভেসে যায় স্রোতে মরি।

অই যে তরণী মাঝে
উঠিয়ে যুবক ধীরি ;
বলিছে আয়না লতে
কোথা ছিলি হাতে ধরি।

যুবার চরণ ধরি
কাতরে যুবতী বলে ;
ঘুমাইয়ে পড়েছিনু
অই কদম্বেরি তলে।



নির্ঝরে বকুল তলে।

মরুময়—শৈলদেশ,
খরস্রোতা—নির্ঝরিণী,
স্ফটিকসনিভ বারি—
মেঘকোলে সৌদামিনী।
দিন-কর প্রতিভাত,
বিচিত্র প্রস্তর ’পরি ;
শোভিতেছে রামধনু,
নির্ঝর সৈকতে মরি।
সুদূরেতে শৈলদেশে,
নীলিম তমাল তরু
কেবলি একটী হায়,
সীমাচক্র সর্ব মরু।
তাপিত সে শৈলভূমি
নিদাঘ তপন তাপে,

কাতরে শাখীতে বসি,
তৃষিতা চাতকী কাঁপে।
সমতল নিম্নদেশে
নির্ঝর বেঁকেছে যথা;
তৃষিত হরিণ-শিশু
জলতরে এলো তথা।
চাতকী তমালে যথা
বসিয়ে ডাকিছে হায়;
নীরদ বরষে তথা
শৈলদেশ ভেসে যায়।
ঝরিল না নিম্নদেশে
একবিন্দু মেঘবারি;
পিপাসিত মৃগশিশু
নির্ঝর কূলেতে মরি।
জানেনা তো মৃগশিশু
প্লাবন যে শৈলদেশে;
হরষে পিয়িছে বারি
নির্ঝর কূলেতে এসে।
শৈলদেশ প্লাবনেতে
ডুবিল যে নির্ঝরিণী;

ডুবিয়ে নিঝর কূল
বহে যায় উন্মাদিনী।
হরষে হরিণ শিশু
তবু পান করে বারি ;
নিমিষে প্লাবনে ভেসে
অবিশ্রান্ত যায় মরি।
বহুদূর ভেসে ভেসে
ক্লান্ত অবসন্ন কায় ;
মুদিত নয়ন হলো
বুঝি একি ডুবি যায় !
এলান বকুল ডাল
নিঝরে পড়েছে যথা ;
পরিশ্রান্ত মৃগশিশু
স্রোতেতে বাঁধিল তথা
একাকী সুচারু বালা
প্রদোষে সে তরুতলে ;
গাঁথিছে বকুলমালা
চাহি সদা কুতূহলে।
সহসা চকিত আঁখি
পড়িল বকুল ডালে।

হেরিল হরিণ-শিশু,
কাঁপিতেছে স্রোতজালে
ছুটিল নিমিষে বালা
এলান ডালের 'পরি ;
ধরিল সে মৃগশিশু
যতমে রাখিল মরি।
মুছাইয়ে মৃগশিশু
আপন আঁচল ভরে ;
যতনে রাখিল কোলে
তবুও কাঁপিছে থরে।
মালা গাঁথা হলোনা গো
কেমন বলিয়ে বালা ;
ছুটিল আপন গেহে,
রলো পড়ি ফুলডালা।
এনেছি গো দিদি বলে
বিমল বালিকা হায় ;
দিদির কোলেতে দিয়ে
কোথা ছুটে চলি যায়।
নিমিষে আনিল বালা
সুমধুর ফল কত ;

হরিণ খাইল সুখে
হাসে বালা অবিরত।
ছায়া সম মৃগশিশু
থাকিত বালিকা সনে ;
খেলিত কত যে খেলা
সুখেতে আপন মনে।
তবে কেন মৃগশিশু
নিঝরে বকুল-তলে ;
আসিলে বালিকাসনে
ঝরিত নয়ন জলে ?

তোরে ভালবাসিনা।

কেন মোরে প্রাণ দিয়ে,
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে,
গোপনে বলিলি ডাকি,
তোরে ভালবাসিনা।

বুঝি ও যমুনা কূল
কেমন সে দুটী ফুল
সাঁজের উজান স্রোতে
কোথা যায় জানিনা।
বিমল কৌমুদী নিশি,
কুহুতান দশ দিশি,
তবুও বলিলি আমা,
তোরে ভালবাসিনা।
এলো সে বকুলতলে,
দুটী ফুল কুতূহলে,
তেমনি রয়েছে বাঁধা
দেখে কি দেখিবিনা।
সেই আমি সেই তুমি,
অমিয়া সে বনভূমি,
প্রতিধ্বনি গাহিল যে,
তোরে ভালবাসিনা।
দুটী ফুল শিহরিল,
যমুনা যে উথলিল,
তরঙ্গে দুলিয়ে বাঁধে,
কাঁপে ভালবাসিনা।

কূলেতে কমল রাখি,
কেমনে বলনা সখি!
তাই যাচি নিশিদিন,
ভাল কি বাসিবিনা।
ছিঁড়িবি সে দোঁহা ফুল,
গাহিল পাপিয়াকুল,
নিয়ে যা সে আধো মালা,
কোথা অই জানিনা!
ধবল জোছনা রাতি,
বকুলে কোকিল গীতি,
নিয়ে যা সুষমা ছবি,
কিছু আর চাহিনা।
নিয়ে যা নীলিম আঁখি,
উড়ে গেল বন পাখী,
কি যেন শুনিনু অই,
তোরে ভালবাসিনা।
শুধু সে বকুলতলে,
যমুনার কলকলে,
তবুও বলিলি আমা,
তোরে ভালবাসিনা।

মাধরীর সনে কিগো মাধুরী মিলায় ?

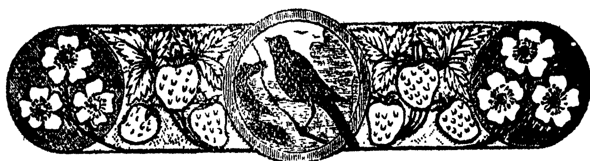


ললিত পঞ্চমে কেন বাজিল কাকলী;
নীলিমে মিলায় যবে চন্দ্র তারাবলি।
উদিলে যে দিনমণি,
কেন হাসে কমলিনী,
বিমল সরসী জলে খেলিল মরালী ;
কেন বা বিনোদ চারু গুঞ্জরিল অলি।
কেন বা বকুল-কুঞ্জে পিক কুহরিল।
সুধাময় শশধর অমিয় হাসিল।
প্রেমসুধা-ভিখারিণী,
উড়িল যে চকোরিণী,
প্রেমময় কুমুদিনী নয়ন মেলিল ;
উপবন কুসুমিত সুবাস ছাড়িল।
উছলিত কল্লোলিনী ধীরে বহে যায় ;
লাজবতী কুলবালা কেন ফিরি চায়।
কেন সব কুলবালা,
গাঁথে সুচিকন মালা,
উড়িলে নীরদমালা চাতকিনী ধায় ;
মাধুরীর সনে কিগো মাধুরী মিলায়।

পথিক।

গ্রাম্যপথ ছাড়ি অই,
সুদূরে প্রান্তর হায় ;
শ্যামল শষ্পেতে পূর্ণ
শোঁ শোঁ রবে বহে বায়।
বিশাল প্রান্তর মাঝে,
দু একটী তরুবর ;
দুপুরে তপন তাপ,
সীমাচক্র নীলাম্বর।
সুশীতল তরুছায়া,
মনোরম পাখি গায় ;
ছুটিছে ধেনুর পাল,
রাখাল পুলক তায়।
আলি পথে সারি সারি
যেতেছে পথিক কত ;
শ্রান্তিদূর করিবারে,
তরুতলে উপনীত।

তরুতলে কেহ বসি,
কেহ পড়ে নিদ্রা যায়।
কেহবা গাহিছে গান,
অপরে শুনিছে তায়।
সহসা একটী বৃদ্ধ,
আইল তরুর তলে।
শ্রান্তি দূর করি বৃদ্ধ,
বলে কথা কুতূহলে।
শুন হে পথিকবৃন্দ,
অকারণ নিশিদিন।
কেন এত ভ্রমি পথ,
কেন মোরা দীন হীন।
পূরেনা বাসনা তবু,
কেন এত দুঃখ পাই।
কেনইবা আসি মোরা,
কোথায় বা চলে যাই।
দুঃখের সোপান 'আমি',
নাহি কোথা বৃদ্ধবর,
চকিত পথিক দল।



কেনবা ফুটি ।

কেন বা ফুটি
সৌরভে লুটি লুটি
আকুল জোছনা
বিভলে প্রাণখানা   এত যে হাসি ?

কেন বা ফুটি
পরি হরিত বুটি
কোকিল কুহরে
নাচেলো হৃদি থরে   শিহরে ভাসি ?

কেন বা ফুটি
গুঞ্জরে অলি জুটি
উতল মলয়
পরশ প্রাণময়   কেমন ছুলি

কেন বা ফুটি
বালিকা আসে ছুটি
লাজে হৃদি ছায়
সুষমা ছুঁতে চায় ঝরি যে ভুলি ?

থাকিব কলি
ফুটিলে যাব চলি
জানিতো আপনি
কেন যে হৃদিখানি ফুটিতে চায় ?

সোহাগে ভাসি
মরণেও হাসি
তাই চিরদিনে
অফুট এ জীবনে থাকিব হায়।

গান।

গান এত গাহিলাম,
থেমে বুঝি গেল তান।
নিরবিল প্রতিধ্বনি,
অস্ফুট বাজিছে প্রাণ।

শ্রবণ মরম ও যে
অবশে বিভোর হায়।
প্রাণমাঝে গীতধ্বনি,
কোথায় মিলায়ে যায়।
সে কম্ম সঙ্গীতু ছায়া,
হৃদয়ে গ্রথিত রহে।
নাহি আর আকুলতা,
নিরন্তর কাল বহে।
রহস্যের কোন্ পুরে
সে যায় হারায় স্থিতি।
কত কাল অবসান,
প্রকৃতিমাঝারে গীতি!
প্রকৃতি হৃদয়ে বাঁধে,
বুঝিবা সঙ্গীত মোহে।
তাইত স্বজন শুধু,
মিলনে বিভোর দোঁহে।
প্রকৃতি হৃদয় ও যে,
কেবলি অনন্তময়।
মিলাইছে দোঁহে যেবা,
কেমনে সে অন্ত হয়।

অনন্তের মাঝে শুধু,
কেবলি অন্তের মেলা।
সে অন্ত, অনন্তকণা,
এ নহে কল্পনা খেলা।
সে অন্ত বিলয়ে তবে,
অনন্ত হইবে ক্ষীণ।
পাখী ধ্বনি, মোর গান,
অন্ত তবু অন্তহীন।
হৃদয় প্রকৃতি কাঁপে,
সঙ্গীতের কিবা মোহে?
সে কম্পন দোঁহা মাঝে,
জাগ্রত সদাই রহে।
সঙ্গীত অমর তবে,
অন্ত তার নাহি পাই।
যে গান গেয়েছি আমি
তাহার মরণ নাই।



কোথা গেলে মন পাই।

মনে তো পড়ে না তার
মোহন মূরতিখানি।
হাসে চাঁদ, ফোটে ফুল
তবু তারে নাহি জানি।
এত তারে ভালবেসে
ভুলিলাম কিনা হায়!
এই কি গো ভালবাসা?
অলিকুল চলে যায়!
বকুলের তলে যাই
যদি জাগে তার কথা।
তা হলে এ অভাগীর
ঘুচিবে যে প্রাণ-ব্যথা।
মোহে বাঁধে, জাগে স্মৃতি,
অতীত জীবন গাঁথা।

বাঁধিল, জাগিল প্রাণে
তেমনি তাহার কথা।
দিয়েছি তাহারে মন,
আমার তো কিছু নাই।
কেমনে বা মনে করি
কোথা গেলে মন পাই!

সেই আমি সেই তুই।

মিটে না পিয়াস তবু
তাপিত কি দিনমণি?
এতো কি নয়নে তাই
চেয়ে দেখো কমলিনী।
চুম্বিছো সহস্র করে
নলিনীজড়িত সুধা
অনন্ত বারিধিরাশি
মিটিল কি তব ক্ষুধা।
কোমল নিঠুর প্রেমে
নলিনী কাঁপিল কত।

শুকাইল নিমিষেতে
নিঝর তড়াগ যত।
বায়ুভরে মেঘরাজি
নীলিমে উড়িছে ভেসে।
শূন্যপথে ভ্রমি এত
জমিল পাহাড়দেশে।
প্রকৃতি ধবলমাখা
শিশির বালিকা যত।
পাহাড়ের দেশে তারা
বসতি করিছে কত।
সহসা একিলো হায়
কেমন ধ্বনিল বাণী।
আমরা পাহাড়ী মেয়ে
মেঘ লো নাবাতে জানি।
বহিল নিমিষমাঝে
হিমময় সমীরণ!
পরশিল মেঘমালা
দ্রবিল যে নবঘন।
বরষিল নিমিষেতে
মেঘমালা কত বারি।

ভাসাইল অবিরল
কত যে শিখর গিরি।
ডুবিল মেঘের জলে
বারিহীন সরোবর।
আবার তড়াগ নদী
নিঝরিণী মনোহর।
সহসা হাসিল মরি
বিষাদিণী কমলিনী।
তেমতি খেলিল রবি
শিহরিল ফুলরাণী।
প্রকৃতির যত কিছু
ফিরি পুন আসি যায়।
নূতন নাহিক আর
কেবলি পুরাণময়।
মনে কি পড়ে না তবে
সেই আমি সেই তুই?
বিগত জনমে যথা
কি হলে তেমনি হই।

প্রকৃতির ভালবাসা।



বরিষার কালে হায়,
ভরা নদী টল মল।
কত যে আবিলপূর্ণ
বহে স্রোত অবিরল।
ঘাটেতে তরণী এক
বাঁধা বটবৃক্ষমূলে,
বালক বালিকা দোঁহে,
আইল সে তরু-মূলে।
তরণীমাঝারে দোঁহে,
বসিয়ে পুলকপ্রাণ।
ভাসাইয়ে দিল তরী,
গাহে বালা কত গান।
প্রখর সে স্রোতজালে,
ছুটিল তরণী হায়।
সেই ভরা নদী মাঝে,
সুধীরে বহিছে বায়।

করিয়ে বিকৃত রব,
জলচর পাখি কুল।
নীলিমে উড়িয়ে যায়,
সুষমার নাহি ভুল।
পশ্চিম-গগন-কোণে,
কাল মেঘ সমুদিল।
ভীষণ বহিল ঝড়
ভয়ে বালা শিহরিল।
নিমিষে প্রবল ঝড়ে
বালক বালিকা দোঁহে,
তরী সনে ডুবে গেল,
ফিরিল না আর গেহে।
নাহি আর ঝড় বৃষ্টি,
মধুর প্রদোষ কাল।
প্রকৃতি সুহাসিময়
ভরা নদী স্রোতজাল।
কোথা অই সুপ্রতিম
বালক বালিকা দোঁহে।
প্রকৃতি কি ভালবেসে
রেখেছে লুকানো গেহে?

রহস্য।

কর্ম্ম, জ্ঞান, অহঙ্কার,
জীবাত্মার যত খেলা।
মহাস্থান কালার্ণবে,
সকলি মায়ার ভেলা।
মায়া কি কল্পনা স্বধু,
রহস্যের লীলা স্থান।
মায়া ওযে জীবাত্মায়,
পরমাত্মা ভেদ জ্ঞান।
কোথা হতে? কেন মায়া?
জিজ্ঞাসে জীবাত্মা হায়।
ডুবে যায় মায়া ভেলা,
"সেই আমি" ঝটিকায়।
নির্গুণ, নির্ব্বাণ পূর্ণ
জীবাত্মার সম্মিলন।
পরমাত্মা জ্যোতির্ম্ময়ে,
নির্ব্বিকার কাল স্থান।

কেন এ অনন্ত।



ফুলের সৌরভ
মলয় পবনে,
আকুল অনন্ত
কেন পরশনে ?
পাখির কূজন
বিরল বিপিনে,
অনন্ত সুতান
কেন এ শ্রবণে ?
কেন এ নয়নে,
ললিত জোছনা,
অনন্ত সাগর
বিভলে আপনা ?
কেন এ মুহূর্ত্ত
অনন্তে বিলয় ?
অনন্তের ঢেউ
কেন বহে যায় ?

হৃদয়মন্দিরে
কল্পনার খেলা,
কেন এ অনন্ত
বাসনার মেলা।
এই ত হৃদয়
এ ক্ষুদ্র নয়ন!
এই তো পরশ
এ ক্ষুদ্র শ্রবণ!
এই তো জোছনা
পাখীর কূজন,
কালের তরঙ্গ
নীলিম গগন!
তবে কেন হায়
এ বিশ্ব প্রকৃতি,
এ হৃদি, নয়নে
অনন্ত মূরতি!
এ আত্মা অনন্ত
প্রকৃতি হৃদয়!
অন্তেও অনন্ত
সুমাধুরিময়!

আপন অস্তিত্ব
জানিবার তরে,
সৃজন-কৌশল
ব্যাপ্ত চরাচরে।
কৌতুক অনন্ত
অনন্ত জানিছে,
আপন জ্ঞানেতে,
আপনি ভাসিছে।

সৃষ্টি।

আদি, অন্তহীন মহাভীম কাল
ব্যাপিত অসীম মহাস্থান সনে;
মিলন বিকারে, আদি অন্ত যুত
কাল বেলাভূমি, সসীম বেষ্টনে।
ইচ্ছা-পরমাত্মা মিলন বিকারে
আপনি বাসনা পুরোহিত বেশে,
সম্মিলিত করে স্থান কাল সনে,
বিশ্ব চরাচর রহস্যেতে ভাসে।

কেমনে স্বজন মিলনে এহেন
থাকে সম্মিলিত এ ভীম বন্ধনে ;
অনন্ত শকতি নিয়ত বাঁধিছে
মহাস্থান কাল বাসনার সনে।
মহাস্থান, কাল, বাসনা, শকতি,
মিলন্ বিকারে এ স্বজন খেলা ;
হৃদয়, প্রকৃতি, প্রেম ও সৌন্দর্য্য
সকলি মিলন বিকারের মেলা।

মরণ।

রূপান্তর নাহি যার
অব্যয় জীবাত্মা হায়।
সে কেন ভাবিছে মনে
নিশীথ স্বপন প্রায়।
জীবনে একিগো খেলা
কেন গো মরিতে চায় ?
মরণ দুয়ারে এলে
শিহরে পরাণ তায় !

কেবলি জীবন সাধে
মেটেনা প্রাণের আশ,
তাইতো মরণ যাচি
ভয়ে ভাঙ্গে দেহপাশ।
নূতন যে ভয়মাখা
তবু প্রাণে যাচি তাই ;—
অই তো মরণ শুধু
পুরাতন ছেড়ে যাই।

মৃণালিনী।

বিধবা হয়েছি বলে
মা আমার একি হায় !
অভাগীর পানে চে'তে
আঁখিজলে ভেসে যায়।
জান নাকি পোড়ামুখী
পিতার আদুরি মেয়ে,
মনে আছে এক দিন
স্মরিলে শিহরে হিয়ে।

দিদি আমি দুজনায়
এক ছড়া ফুল-মালা
গাঁথিলাম, ফুরাইল
আমার সে ফুলডালা।
দিদি আমা বলে কিনা
আরো ফুল নিয়ে আয়,
গেঁথে মালা দিব তোরে
এ মালা আমার হায়।
অমনি দিদির সনে
বাঁধাইনু রাগ পেয়ে,
বিষম ঝগড়া গোল
আমি যে কুঁদুলি মেয়ে।
মা আমার ছুটে এসে
বকিলেন আমা হায়,
দিদি যে করিল দোষ
মা কি তা দেখিতে পায়।
ফুকারি কাঁদিনু আমি
আরো কত অভিমানে,
সে কান্না শুনিয়ে পিতা
আইল ব্যাকুল প্রাণে।

যতনে সাপুটি পিতা
লইল আমায় কোলে,
মুছাইয়ে দিল আঁখি
সোহাগে কত কি বলে।
অমনি দিদির মাগো
কহিল পিতারে ধীরি,
সোহাগ যে ভেঙ্গে পড়ে
মেয়ের আদরে মরি।
তোমার আদর পেয়ে
পোড়ামুখী মৃণালিনী,
কা'কেও মানেনা কভু
কেন এত গরবিণী।
হাসিয়ে কহিল পিতা
মায়ের নয়নে চেয়ে,
তোমার ও নীল আঁখি
পেয়েছে আদুরি মেয়ে।
তাই তো আদর আমি
করি ওকে দিবানিশি,
মায়ের অধরপ্রান্তে
ফুটিল সলাজ হাসি।

পিতার সে কোল হতে
মা কিনা আমায় কেড়ে,
লইয়ে আপন বুকে
চুমিল সোহাগ ভরে।
গিয়েছে সে দিন চলি
ফিরে না আসিবে আর,
আমার পরাণে একি
শূন্যময় হাহাকার।
এখন যে পিতা মম
হেরিবে কেমনে আর?
অভাগী বিধবা বালা
আদুরি দুহিতা তাঁর।
কোথা সে গরব গেল
আদুরির অভিমান,
আমার সে গেছে বলে
এত আমি ম্রিয়মাণ।
শৈশবেতে এত সুখ
পেয়েছি বলিয়া তায়,
তাই কি কপালে মোর
এত দুঃখ ছিল হায়।

মরমের অশ্রু দিয়ে
হয়েছে হৃদয় যার,
সে পোড়া পরাণে হায়
দুঃখ কি করিবে আর।
ভালবাসে তবু এত
ভ্রাতৃবধূ, ননদিনী,
থাকে সদা সশঙ্কিত
বিধবা কি অভাগিনী!
কোথা সে সাহস গেল
আদুরির সহচর,
এখন বিধবা প্রাণে
সদা ভয়, সদা ডর।
মরমে মরিয়া আছি
সদা আমি হেঁটমুখে,
তুমিও প্রাণের দেব
আছ বুঝি মহা দুঃখে!
না হলে এ অভাগিনী
ডুবিত কি এত দুঃখে?
এ দুঃখ অমৃত তবু
যদি নাথ থাকো সুখে।

একটু হাসিলে কভু
কাঁদিলে দুঃখিনী হায়,
অমনি পাড়ার মেয়ে
কত কি না বলে যায়।
প্রতিবাসী এঁয়োবধূ
বিধবা বলিয়ে আমা,
সদা করে হেয় জ্ঞান
সহিছে অভাগী বামা।
হৃদয়ের ভাবস্রোত
এত যে কঠোরে বাঁধি,
নীরবে উছলি প্রাণে
বহে তবু নিরবধি।
স্বর্গ হ'তে তুমি দেব
চেয়ে দেখ দয়া করি,
তোমার চরণদাসী
কত দুঃখ সহে মরি।
সুধাহাসি ভাই বোন্
কেন আরো স্নেহ করে,
সে স্নেহে বিধবা প্রাণ
উছলিত দুঃখভরে।

সাধের সে ভাই ফোঁটা
কিংবা কোন এয়োকাজে,
বিধবার যেতে মানা
অভাগীর প্রাণে বাজে!
যেদিন ভাঙ্গিল শাঁকা
মুছিল এয়োতি বিন্দু;
সে দিন এ অভাগীর
শুকায়েছে সুখ-সিন্ধু।
এখন হৃদয় মম
মরু মাঝে কালানল,
কাঁদিতে পারি না আমি
শুষ্ক আঁখি নাহি জল।
জ্বলিছে হৃদয় তবু
ভস্মীভূত নাহি হবে,
তা'হলে এ অভাগীর
কেমনে এ দুঃখ রবে?
অসহ্য এ দুঃখরাশি
তবুও সহিবে বালা,
বিধবা সকলি সহে
অভাগীর মর্ম্মজ্বালা।

তাহারি প্রেমের ছবি
এ হৃদি কন্দরে যাহা,
লুকাইত ছিল হায়
কেন যে জাগিল তাহা।
সে ছায়া সম্বল শুধু
অভাগীর রত্নরাশি,
এত কি তোমার প্রিয়
ছিনু আমি, তব দাসী!
একদিন প্রিয়তম
বলেছিলে দুঃখিনীরে,
সে মধু যামিনী শেষে
বসি দোঁহে নদী তীরে
মোহন বাঁশরী সম
তাহার সে স্বর হায়,
অভাগী হারাণ প্রাণ
সে রবে জুড়ায়ে পায়।
বলিল আমায় প্রভু
মেঘে শশী ঢাকে যবে,
"পিতার আদুরে তুই,
স্বামীর কি বল তবে?"

কি বলিবে মৃণালিনী
ভাসিল নয়ন-জলে,
নিঝুম মধুর নিশি
বহে নদী কল কলে।
সহসা এ গরবিণী
ধরিল কোমল করে,
স্বামীর চরণ যুগ
কাঁপি বালা থর থরে।
কহিল নিমিষে বালা
আধো আধো ভাঙ্গা রবে,
আশীর্ব্বাদ কর তুমি
স্বরগে দেবতা সবে।
গরবে কহিল বালা
অধরে ফুটিল হাসি,
জন্মে জন্মে প্রিয়তম
হই যেন তোমা দাসী।
অমনি পুলকে স্বামী
পরশিয়ে প্রাণ মোর
কহিল আকুল রবে,
"মানিনি আমিও তোর"।

এজনমে প্রাণপ্রিয়ে
এত তোমা ভালবাসি,
বিগত জনমে বুঝি
অতৃপ্ত সে প্রেমরাশি !”
মধু নিশি আসে যায়
এখনো সে নদী বহে
যে ঘাঁবে সে গেল চলি
পোড়া প্রাণ কেন রহে।
হৃদয়ে অনল সম
তাহারি সে ভালবাসা,
জ্বলিব পুড়িব তাতে
মরিতে নাহিক আশা।
হৃদয়ে পূজিছে দেব
তোমারি বিধবা নারী,
কি আছে এ অভাগীর
লও পূজা দয়া করি।
সকলি দিয়েছি তোমা
এটি প্রভু নাহি পাবে,
দগ্ধ ভস্ম পোড়া প্রাণ
অভাগীর শুধু রবে।

বিধবা কেমনে আর
চাহিবে হৃদয় ছায়া ;—
শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রীতি
স্বজনের প্রতি মায়া।
সকলি তেমনি আছে
আমার সে প্রাণ নাই,
তাই তো এ ধরামাঝে
কিছু না দেখিতে পাই।
সকলি যে আমা তরে
বিধবা বলিয়ে দুঃখী,
তাই আরো প্রাণ কাঁদে
অভাগিনী ম্লানমুখী।
জানেনা হৃদয় মম
আমার যে পরিজন,
তবে কি হইত বৃথা
বিষাদিত অনুক্ষণ।
আমার সে চিরসাথী
দুঃখিনীরে ভালবেসে,
ছাড়িয়ে আপন দেহ
মিশেছে আমাতে এসে।

সে কথা জাগিলে হৃদে
পোড়া বুক ফেটে যায়,
কেন আমি আছি হেথা
তোমা ছাড়ি অসহায়।
তোমার চরণতলে
ত্যজিয়ে অভাগী কায়া,
মিলিবে তোমারি সনে
হয়ে তোমা হৃদি-ছায়া।
সে সাধ ভাঙ্গিয়ে মোর
মিশেছে শ্মশান-বেলা,
এ দুঃখ জীবন সাথী
অদৃষ্টের মায়া-ভেলা।
মরিলে নাহিক আছে
এ দুঃখে নিস্তার কভু,
মরণে বিধবা বালা
নহে ভীত প্রাণে তবু।
অনন্ত তাহারি প্রেম
কূল আমি নাহি পাই,
দুঃখিনীর হৃদি শুধু
প্রেমহীন ভস্ম ছাই।

এ দাসীরে দিলে প্রেম
তাই প্রভু দয়া করি,
সে প্রেমে জানিছে তোমা
তোমারি বিধবা নারী।
অভাগীর প্রাণনাথ
আমার হৃদয়ে বসি,
কহিল যে মধু রবে
অধরে সে সুধাহাসি।
"আমি যে তোমার সনে
যুগলিত প্রেম-বাঁধে,
অনন্ত কালের তরে
অতৃপ্ত প্রাণের সাধে।"
অমনি দুঃখিনী বালা
প্রাণমাঝে তারে পেয়ে,
জানা'ল হৃদয়ব্যথা
অভাগী আদুরে মেয়ে।
প্রাণমাঝে এসে দেখ
হৃদয়ে করেছে বাসা,
কে বলে বিধবা আমি
শূন্যপ্রাণ নাহি আশা।

পৃথিবীর সুখরাশি
কিছুতে কামনা নাই,
মরণে ব্যাকুল নহি
হৃদে সদা তারে পাই।
জীবনের কর্ম্মফল
কবে যে পড়িবে খসি,
সেই পুণ্য দিন যাচি
সংসার তরুতে বসি।
পরিপূর্ণ হৃদি মোর
পূর্ণ প্রেম ভালবাসা,
হৃদয় মাঝারে স্বামী
অভাগীর পূর্ণ আশা।
হৃদয়ে তাহাকে পেয়ে
হেরি আমি বিশ্বময়,
এ জড় প্রকৃতি মাঝে
তাহারি মাধুরীচয়।
আর কি থাকিবে সুখ
অভাগীর ধরাতলে,
নীরবে ভাসিল বামা
কেন তপ্ত আঁখিজলে?



জানে কি আপনি?



সকলি প্রকৃতি উন্মুক্ত তোমার,
যদিগো হৃদয় জানিতে চায়।
কত যে তোমার নিতি অভিনব,
রহস্য মিলন মাধুরী হায়।
না চাহিতে তুমি উদাস হৃদয়ে,
মাধুরী অপারে মোহিত কর।
কেমনে থাকিবে না জেনে তোমায়,
প্রকৃতি তুমিগো হৃদয় হর।
একিগো হৃদয় তুমিতো জাননা,
আপনারে হায় প্রকৃতি সনে।
জানিতে প্রকৃতি সেইটুকু জান,
আপনারে নিতি পুলক মনে।

মিলন।

কল্লোলিনী সম্মিলন জলধির সনে,
তট যুগ সীমাচক্র ধূসর নীলিম।
তটিনীর শুভ্রবারি নীল পারাবারে,
সুদূরে মিলন রেখা কালিম বঙ্কিম।
মিলনের রেখা প্রান্ত দিগন্ত প্রসিত,
পূরব পশ্চিম দিশি অনন্ত যোজনে।
সীমাচক্র গোলাকার অনন্তে অসীম,
নীলাকাশ সম্মিলিত জলধির সনে।
নিস্তব্ধ প্রদোষ কালে হেন সম্মিলনে,
ডুবে যায় দিনমণি উদিল যে শশী,
মিলনের বেলাভূমে সলিল মাঝারে,
দোঁহাকার কর জাল দোঁহেতে পরশি।
রক্তিম বরণে রবি ডুবিল অতলে,
সুনীল নভসে শশী উজলে মোহন।
জ্যোতি পুঞ্জ তারারাজি শোভিল নীলিমে,
দূরময় নীহারিকা ঘেরিল গগন।
অনন্ত প্রশান্ত মাঝে হেন সন্ধ্যাকালে,
পুরুষ বলিছে অয়ি সুচারু প্রকৃতি।
মিলনে অস্তিত্ব কভু হয় না বিলীন,
মিলনে সৃজন শুধু অনন্ত মুরতি।



পরমাত্মা ও জীবাত্মা।

পূর্ণ পরমাত্মা হায়, ত্রিগুণ কর্ম্মের ডোরে ;
জীবাত্মায় পরিণত, রহস্যের মায়া ঘোরে।
কর্ম্মের কারণ তত্ত্ব, জ্ঞানের অতীত হায় ;
জ্ঞানেতেপ্রত্যয় ;—ভক্তি, সীমা তার নাহি পায়।
কর্ম্ম-তত্ত্বে প্রবাহেনা, প্রেমের মধুর স্রোত ;—
ভাষাহীন ভাব শুধু ;—স্থিতি যার ওতপ্রোত।
অনন্ত প্রকৃতি মরি, বিকার শকতি ভরে ;
অন্তময় কারণেতে, ঘুরিতেছে ফিরে ফিরে।
স্থান কাল পরমাণু, প্রকৃতির উপাদান ;
বাঁধিয়ে সে জীবাত্মায়, রচিল এ দেহ প্রাণ।
প্রকৃতির পরশনে, জীবাত্মা হারায় জ্ঞান ;
অজ্ঞান মানবশিশু, কৌতুক মগন প্রাণ।
প্রকৃতি যে ভালবেসে, খুলে দেয় আপনার ;
মোহবাঁধা জীবাত্মায়, কারণের পারাবার।

জীবাত্মার মহাযন্ত্র, মন আদি যত্ত হায় ;
লভিল প্রকৃতি-জ্ঞান ;—পরশেনা জীবাত্মায়।
মন আদি লভে জ্ঞান, মিলন বৈষম্যময় ;
কেবলি অপূর্ণ ওযে ;—গুণের বিকারচয়।
অপূর্ণ সে জ্ঞান যোগে, আবার জীবাত্মা কত ;
দেহ ছাড়ি ভিন্ন দেহে, জন্ম লভে অবিরত।
মনের অপূর্ণ জ্ঞান, সুপ্ত সেই জীবাত্মায় ;
জাগাইলে পূর্ণ জ্ঞান, প্রকৃতিবিহীন হায়।
অমনি প্রকৃতি বাঁধ, সকলি খুলিয়ে যায় ;
মন আদি যন্ত্র যত, সকলি বিনাশ পায়।
তবু কর্ম্ম থাকে পুন, জ্ঞানময় জীবাত্মায় ;
আত্ম জ্ঞানে কর্ম্ম বাঁধ, জীবাত্মার ভেঙ্গে যায়।
তুরীয় অনন্ত জ্ঞান, পরশিলে জীবাত্মায় ;
আবার জীবাত্মা সেই, পরমাত্মা জ্যোতির্ম্ময়।